প্রথম আলো

18 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আনতে শুল্কে বেশি ছাড় দেওয়ার চিন্তা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়াতে চায় বাংলাদেশ। এ জন্য দেশটি থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয়, সেগুলোতে বেশি শুল্ক ছাড় দেওয়ার চিন্তা করছে সরকার। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা পণ্যে গড়ে ৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে বাংলাদেশ। এ হার প্রায় পুরোপুরি তুলে দেওয়াও হতে পারে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

পাল্টা শুল্ক কমানো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় দফার বৈঠক সামনে রেখে এমন চিন্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি চলছে বৈঠকের আগে নানা পর্যায়ে প্রস্তুতি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় দফার আলোচনায় সহায়তার জন্য ব্যবসায়ীদের একটি দল যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারে। আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে এ আলোচনা হতে পারে। এ জন্য বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে যাবে।

জানতে চাইলে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা পণ্যে শুল্কছাড় বেশি দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি পণ্য আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ। বেসরকারিভাবে দেশটি থেকে যাতে তুলা আমদানি বেশি হয়, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তৃতীয় দফার আলোচনার তারিখ শিগগিরই পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্যসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। একই অর্থবছরে দেশটিতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুল্ক ছাড় দিলে বাংলাদেশ যে পরিমাণ রাজস্ব হারাবে, সে তুলনায় পাল্টা শুল্কের হার কমলে শেষ বিচারে

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিকারক কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ফলে তাঁরা যাবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা বা সমস্যা রয়েছে কি না, সেগুলো বোঝার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানি বা সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল বাণিজ্য উপদেষ্টা অনলাইনে বৈঠক করেন ইউএস হুইট অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে। সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের গম বিক্রির বিষয়ে সহযোগিতা করে। সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০ থেকে ৩০ মার্কিন ডলার বেশি দিয়ে হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করবে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ গম আমদানি করে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে।

[illegible] বুধবার মার্কিন বহুজাতিক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা পণ্যে শুল্কছাড় বেশি দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি পণ্য আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ। বেসরকারিভাবে দেশটি থেকে যাতে তুলা আমদানি বেশি হয়, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তৃতীয় দফার' আলোচনার তারিখ শিগগিরই পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্যসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। একই অর্থবছরে দেশটিতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুল্ক ছাড় দিলে বাংলাদেশ যে পরিমাণ রাজস্ব হারাবে, সে তুলনায় পাল্টা শুল্কের হার কমলে শেষ বিচারে লাভবান হবে বাংলাদেশই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬০টি দেশের জন্য পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। ঘোষণা স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে ৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রকে চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ। পরে ৯ এপ্রিল ট্রাম্প প্রশাসন ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক বজায় রেখে সব দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য স্থগিত করে। ৮ জুলাই ট্রাম্প নতুন করে ঘোষণা দিয়ে জানান, বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্কহার হবে ৩৫ শতাংশ, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। বর্তমানে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। নতুন হার কার্যকর হলে মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

যদিও পাল্টা শুল্কহার কমানো নিয়ে এই তিন মাসে বাংলাদেশের প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল বলে মনে করেন বাণিজ্যবিষয়ক গবেষক, অর্থনীতিবিদ ও রপ্তানি খাতের ব্যবসায়ীরা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তৃতীয় দফার আলোচনায় সরকারের বাইরে ব্যবসায়ীদের একটি দলের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ দলের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বাংলাদেশি পোশাক আমদানিকারক বিভিন্ন ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং সহযোগিতা চাইবেন—এটা সরকারের চাওয়া। এরপর তাঁদের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তির দর-কষাকষি করার ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ নেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দল। এ ছাড়া তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনার জন্য সহযোগিতা চেয়ে একজন সাবেক কূটনীতিককে অনুরোধ জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ১২ জুন বাংলাদেশের সঙ্গে নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (প্রকাশ না করার চুক্তি) করে যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিনিধিদের রাখতে পারছে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ফলে তাঁরা যাবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা বা সমস্যা রয়েছে কি না, সেগুলো বোঝার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানি বা সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল বাণিজ্য উপদেষ্টা অনলাইনে বৈঠক করেন ইউএস হুইট অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে। সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের গম বিক্রির বিষয়ে সহযোগিতা করে। সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০ থেকে ৩০ মার্কিন ডলার বেশি দিয়ে হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করবে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ গম আমদানি করে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে।

আগের দিন বুধবার মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি শেভরনের সঙ্গে অনলাইনে বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। শেভরনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুরোনো। কোম্পানির সব পাওনা সম্প্রতি পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। একই দিন মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির সঙ্গে বৈঠক করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এক্সিলারেট এনার্জির সঙ্গে এলএনজি আমদানির চুক্তি রয়েছে।

আজ শুক্রবার একই ধরনের বৈঠক রয়েছে দুটি। একটি বৈঠক হবে ইউএস সয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিলের (ইউএসএসইসি) সঙ্গে। এ সংস্থা বিভিন্ন দেশে মার্কিন সয়াবিন তেল রপ্তানিতে সহায়তা করে। বৈঠক হবে ইউএস কটন অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও। এ সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার বিক্রি বাড়াতে কাজ করে।

২২ জুলাই আমেরিকান অ্যাপারেলস অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের (এএএফএ) সঙ্গে আরেকটি বৈঠক রয়েছে।

that many exporters

প্রথম আলো
18 JUL 2025

ক্রয়াদেশ কমার শঙ্কায় হোম টেক্সটাইলের ব্যবসায়ীরা

পাল্টা শুল্কের প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ১৫ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশের রপ্তানির শীর্ষ পাঁচ পণ্যের তালিকায় অনেক দিন ধরেই রয়েছে হোম টেক্সটাইল। করোনার পর ২০২১-২২ অর্থবছরে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত হিসেবে চমক দেখায় হোম টেক্সটাইল। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে গেলে বড় ধাক্কা খায় খাতটি। টানা দুই বছর রপ্তানি কমে যাওয়ার পর সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কিছুটা ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে হোম টেক্সটাইল রপ্তানি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছরে ৮৭ কোটি মার্কিন ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪২ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের মতো হোম টেক্সটাইলের একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে হোম টেক্সটাইল রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশের গন্তব্য ছিল দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে বাড়তি ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১ আগস্ট থেকে বাড়তি এই শুল্ক কার্যকর হবে। যদিও তিন মাস আগে সব দেশের পণ্য রপ্তানির ওপর ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করেছে দেশটি। বর্তমানে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক কমানো নিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলছে।

বাড়তি ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক না কমলে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাজারে রপ্তানি ধসের শঙ্কা করছেন হোম টেক্সটাইল খাতের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন

গত ৫ বছরে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির চিত্র

অর্থবছর	রপ্তানি	প্রবৃদ্ধি
২০২০-২১	১১৩.২০	৪৯.১৭ %
২০২১-২২	১৬২. ১৯	৪৩.২৮
২০২২-২৩	১০৯. ১৭	-৩২.৪৭
২০২৩-২৪	৮৫. ১০	-৩১.০৯
২০২৪-২৫	৮৭. ১৫	২.৪২

হিসাব কোটি ডলারে

> **পাল্টা শুল্ক নিয়ে নতুন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশি পণ্যে পাল্টা শুল্ক ২-৩ শতাংশ বেশি হলেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাবে।**
>
> এম শাহাদাৎ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান, বিটিটিএলএমইএ

মাসে গড়ে ৪০ টন উৎপাদনসক্ষমতা অব্যবহৃত থাকছে। জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাইনুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'গত এপ্রিলে ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছেন। পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে না পারলে আমাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

করোনার পর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় হোম টেক্সটাইলের রপ্তানিও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। গত

২৫ অর্থবছরে কিছুটা ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে হোম টেক্সটাইল রপ্তানি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছরে ৮৭ কোটি মার্কিন ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ২ দশমিক ৪২ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের মতো হোম টেক্সটাইলের একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে হোম টেক্সটাইল রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশের গন্তব্য ছিল দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে বাড়তি ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১ আগস্ট থেকে বাড়তি এই শুল্ক কার্যকর হবে। যদিও তিন মাস আগে সব দেশের পণ্য রপ্তানির ওপর ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করেছে দেশটি। বর্তমানে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক কমানো নিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলছে।

বাড়তি ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক না কমলে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাজারে রপ্তানি ধসের শঙ্কা করছেন হোম টেক্সটাইল খাতের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, গ্যাসের অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়ানো, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় বেশ পিছিয়ে পড়েছে। এখন প্রতিযোগী দেশের তুলনায় যদি পাল্টা শুল্ক ৫ শতাংশও বেশি হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশ কমবে। তার প্রভাব ইউরোপের বাজারেও পড়বে।

হোম টেক্সটাইল পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিছানার চাদর, বালিশের কভার, দরজা-জানালার পর্দা, কুশন ও বিভিন্ন ধরনের টেরিটাওয়েল। বিশ্বের ১৩১টি দেশে গত অর্থবছরে বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তবে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা। হোম টেক্সটাইল খাতে দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও বর্তমানে রপ্তানি করছে ৫০-৬০টি প্রতিষ্ঠান। সচল কারখানাগুলোতেও ক্রয়াদেশের অভাব রয়েছে।

১৯৯০ সাল থেকে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত শামসুদ্দিন টাওয়েল। ফেনী বিসিকে অবস্থিত কারখানাটির মাসিক টাওয়েল উৎপাদন ক্ষমতা ৭০ টন। যদিও ক্রয়াদেশের অভাবে

ব্যবসায়ীরা। প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশি পণ্যে পাল্টা শুল্ক ২-৩ শতাংশ বেশি হলেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

এম শাহাদাৎ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান, বিটিটিএলএমইএ

মাসে গড়ে ৪০ টন উৎপাদনসক্ষমতা অব্যবহৃত থাকছে। জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাইনুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'গত এপ্রিলে ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছেন। পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে না পারলে আমাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

করোনার পর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় হোম টেক্সটাইলের রপ্তানিও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৬ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৬২ কোটি ডলারে। অবশ্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি কমে আসে।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৫ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশীয় মুদ্রায় ১ হাজার ৮৩০ কোটি টাকার সমান।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিটিএলএমইএ) সাবেক চেয়ারম্যান এম শাহাদাৎ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, গত বছর গ্যাস-সংকটের কারণে আমার নিজের কারখানা থেকে ১ মাস ২৩ দিন কোনো পণ্য রপ্তানি হয়নি। মাসখানেক ধরে গ্যাস পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে পাল্টা শুল্ক নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশি পণ্যে পাল্টা শুল্ক ২-৩ শতাংশ বেশি হলেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাবে।

বণিক বার্তা
18 JUL 2025

মার্কিন কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তুলা কেনার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলমান শুল্ক ইস্যুতে বিদেশে উৎপাদিত পণ্যে মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহারের শর্ত আরোপের চিন্তাভাবনা করছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দফায় আলোচনা করেও শুল্ক ইস্যুতে কার্যকর কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারেনি। এরই মাঝে মার্কিন কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তুলা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে আমেরিবাংলা করপোরেশন। এ বাণিজ্যিক জোট গঠিত হলে মধ্যস্বত্বভোগীদের পাশ কাটিয়ে তুলা সরবরাহ ব্যয় আরো কমবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি আরো সম্প্রসারিত হবে বলে মনে করছে প্লাটফর্মটি।

গতকাল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ প্রস্তাব দেন আমেরিবাংলা করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আসওয়ার রহমান।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আমেরিবাংলা করপোরেশন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলমান শুল্ক ইস্যুতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের কৌশলগত বাণিজ্য সভার আয়োজন করে প্লাটফর্মটি।

সভায় প্রস্তাবিত কাঠামোটিতে দুটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়। প্রথমত, বাংলাদেশী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারকরা মার্কিন কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি তুলা ক্রয় করবে। দ্বিতীয়ত, এর বিনিময়ে মার্কিন তুলা উৎপাদকরা যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে লবিং করে শুল্ক হ্রাস, রিবেট অথবা টার্গেটেড ছাড়ের মতো সুবিধাজনক নীতি গ্রহণে সহায়তা করবে, যা বাংলাদেশের পোশাক রফতানিতে বাধা কমাবে।

আসওয়ার রহমান বলেন, 'কংগ্রেস সদস্য ও সিনেটরদের মাঝে মার্কিন তুলাচাষীদের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশী পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হ্রাসে সহায়তা নেয়া সম্ভব হবে।'

প্রস্তাবিত কাঠামোয় পাঁচটি অংশীদারত্বমূলক উপাদানের কথা উল্লেখ করেন আসওয়ার। এগুলো হলো বাংলাদেশী মিলগুলোর জন্য সরাসরি মার্কিন কৃষকের কাছ থেকে তুলা কেনার সহজ প্লাটফর্ম, বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত তুলা সংরক্ষণের জন্য বন্ডেড গুদাম স্থাপনের অনুমোদন, আমদানি করা তুলার বেশির ভাগ যেন মার্কিন কৃষকদের কাছ থেকেই আসে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ, বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক রেয়াতের জন্য মার্কিন কৃষকদের সরাসরি সুপারিশ, 'মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি, বাংলাদেশে সেলাই'—এমন পোশাক প্রচারে যৌথ উদ্যোগ। আগামী আগস্ট থেকেই বাছাইকৃত কিছু স্পিনিং ও কম্পোজিট মিল সরাসরি কেনাকাটার এ প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে জানান আসওয়ার। তিনি জানান, এরই মধ্যে ছয়টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান চুক্তি চূড়ান্ত করার পথে রয়েছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে বার্ষিক প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতির কারণে হুমকির মুখে পড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি পাওয়া এ খাতটি।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বার্ষিক প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানি করে বাংলাদেশ। এ আমদানি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পাশ কাটানোর আহ্বান জানিয়েছেন আসওয়ার রহমান।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর পরিচালক মিনহাজুল হক, হা-মীম গ্রুপের পরিচালক সাজিদ আজাদ, যমুনা গ্রুপের হুরাইন ফ্যাব্রিকসের সিএমও আবদুল হাকিম, ট্রু গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) তারেক মামুন চৌধুরী, ডিভাইন গ্রুপের ব্যবসা উন্নয়ন প্রধান খুরশিদ আলম, মারুবেনি গ্রুপের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আরিফুজ্জামান প্রমুখ।

বণিক বার্তা

18 JUL 2025

বস্ত্র খাতে উৎসে কর বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বস্ত্র খাতের তুলা আমদানির ওপর ২ শতাংশ উৎসে কর প্রত্যাহার করল সরকার। গতকাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (কর নীতি) একেএম বদিউল আলম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে করহার শূন্য করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সুতা, সিনথেটিক স্ট্যাপল ফাইবার, পলিস্টার, পলিপ্রোপাইলিন, আর্টিফিশিয়াল স্ট্যাপল ফাইবার, ওয়েস্ট অব নাইলনসহ ১৫টি এইচএস কোডের পণ্যের আমদানি মূল্যের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার শূন্য নির্ধারণ করা হলো। এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

US tariffs threaten booming synthetic shoe exports

JAGARAN CHAKMA

The country's growing non-leather footwear industry, which more than doubled its exports in just seven years, now faces a major setback as a steep new tariff from the United States threatens its growth and global competitiveness.

Synthetic shoes, popular worldwide for their comfort and style over leather footwear, helped push export earnings from this segment to $523 million in the recently concluded fiscal year (FY) 2024-25, up from $244 million in FY 2017-18.

Buoyed by increasing global demand, manufacturers had been eyeing $1 billion in annual earnings within the next two to three years.

But that optimism is now fading as Bangladeshi exporters will have to contend with a 50 percent tariff on synthetic footwear shipments to the US from August 1.

The rate includes a newly imposed 35 percent duty on top of the 15 percent they were already paying.

Local shoe-makers fear this could reverse a trend that had seen US buyers increasingly shifting their sourcing from China to Bangladesh. The move is likely to hand the advantage to Vietnam, which faces a much lower 20 percent tariff.

"This sector thrives because global buyers see Bangladesh as a cost-effective alternative to China," said Riad Mahmud, managing director of Shoeniverse Footwear.

"But a 35 percent additional tariff would erase our price advantage and push buyers towards Vietnam, which has to pay a tariff of only 20 percent," he added.

Mahmud said that the sharp rise in duty could wipe out profits, disrupt cash flow, and threaten jobs.

His Shoeniverse plant in Mymensingh alone employs 4,700 workers.

He said, "Around 95 percent of orders from US buyers have been temporarily postponed due to the new tariff. This is not an industry where you can pause for six weeks and simply restart."

Over the years

Bangladesh has been gaining traction in the global synthetic shoe market, thanks to its competitive labour costs and export experience from the readymade garments sector.

The country's Western buyers include leading brands like H&M, Puma, Decathlon, Inditex, Aldi, Matalan, and RedTape. After the pandemic, these brands have been placing more orders to diversify away from China.

According to the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), the non-leather segment is rapidly catching up with leather footwear, which earned $672 million in exports in FY 2024-25, a 23.54 percent increase year-on-year.

But while synthetic shoes are cheaper to make, the profit margins are razor-thin.

Mahmud mentioned that labour makes up 20 to 22 percent of production costs, while raw materials account for around 70 percent. On top of that, delays at customs and unclear trade policies are putting further pressure on the sector.

"Without clarity, planning is impossible. Bangladesh has the skills to lead in synthetic footwear, but we urgently need stable trade conditions," said Mahmud.

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

18 JUL 2025

to hand the advantage to Vietnam, which faces a much lower 20 percent tariff.

"This sector thrives because global buyers see Bangladesh as a cost-effective alternative to China," said Riad Mahmud, managing director of Shoeniverse

buyers towards Vietnam, which has to pay a tariff of only 20 percent," he added.

Mahmud said that the sharp rise in duty could wipe out profits, disrupt cash flow, and threaten jobs.

His Shoeniverse plant in Mymensingh alone employs 4,700 workers.

He said, "Around 95 percent of orders from US buyers have been temporarily postponed due to the new tariff. This is not an industry where you can pause for six weeks and simply restart."

Over the years,

experience from the readymade garments sector.

The country's Western buyers include leading brands like H&M, Puma,

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

Decathlon, Inditex, Aldi, Matalan, and RedTape. After the pandemic, these brands have been placing more orders to diversify away from China.

According to the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), the non-leather segment is rapidly catching up with leather footwear, which

to make, the profit margins are razor-thin.

Mahmud mentioned that labour makes up 20 to 22 percent of production costs, while raw materials account for around 70 percent. On top of that, delays at customs and unclear trade policies are putting further pressure on the sector.

"Without clarity, planning is impossible. Bangladesh has the skills to lead in synthetic footwear, but we urgently need stable trade conditions," said Mahmud.

18 JUL 2025

The Daily Star

Hasnat Md Abu Obida Marshall, managing director of Maf Shoes Ltd, which supplies footwear items to brands like Kappa and H&M, said many exporters were already feeling the heat, with US orders either on hold or cancelled.

"European buyers have not objected yet, but those in the US market could suffer badly," he said.

Marshall said the new tariff imposed by the Trump administration adds to long-standing issues.

Unlike China, Bangladesh depends heavily on imported raw materials, often taxed at up to 60 percent, which raises product costs eventually.

"We import everything yet try to compete on price," said Marshall, adding that China not only has local access to raw materials but also offers 7 to 12 percent government incentives.

According to him, even an 8 percent cash incentive offered by Bangladesh fails to make a meaningful impact.

"If I pay 60 percent duty and get 8 percent incentive, there is no real benefit left," Marshall said, adding that many exporters skip the incentive altogether due to the bureaucratic process.

He also identified low productivity as a concern, saying that despite lower wages than in Vietnam, Bangladesh still falls behind in producing value-added footwear.

The shoe-maker also said that the country's graduation from the least-developed country club in November next year further clouds the sector's outlook.

The tariff uncertainty could damage Bangladesh's standing in the global footwear market without strong policy support and investment in capacity

"If we rush into investments, we risk heavy losses and job cuts," he said.

The tariff uncertainty has already rippled into other sectors like garments, he added, and could damage Bangladesh's standing in the global footwear market without strong policy support and investment in capacity.

Ahsan Khan Chowdhury, chairman and CEO of Pran-RFL Group, said the new US tariff would severely disrupt exports to the American market, especially for companies that had made targeted investments there.

He urged the government to expedite negotiations with US authorities to secure continued access and protect the export sector.

"If Bangladeshi exporters fail to remain competitive in the US market, they will have to seek alternative destinations to recover their investments and safeguard the jobs of hundreds of workers," Chowdhury said.

Hasanuzzaman, managing director and CEO of BLING Shoes Ltd, which posted 30 percent export growth last fiscal year, echoed similar concerns.

Hasanuzzaman said he supplies US buyers, including Merrell, Saucony, and Carter, and although none of his current orders have been cancelled, the future is uncertain.

"If the tariff is not reduced, exports will definitely be hampered," he said.

The Daily Star

18 JUL 2025

Western Marine delivers two tugboats to UAE buyer

STAFF CORRESPONDENT, *Ctg*

Leading shipbuilder Western Marine Shipyard Limited delivered two high-powered tugboats to a buyer in the United Arab Emirates (UAE) yesterday.

Delivery of these two tugboats is part of the deal the shipyard made in 2023 for exporting a total of 8 ships to the UAE firm Marwan Shipping Limited.

The export value of the two tugboats — 40-metre-long 'Khalid' and 32-metre-long 'Ghaya' — stood at $1.53 million, officials disclosed at the delivery ceremony held on board the Western Cruise ship anchored at the jetty of Chattogram Boat Club.

The UAE firm is supplying all the raw materials for building these ships and is only paying construction charges to the shipyard, they informed.

Speaking as the chief guest at the delivery ceremony, Lt Gen (retd) Abdul Hafiz, special assistant to the Chief Adviser for defence and the development of national harmony, said the global shipbuilding sector annually generates around $400 billion worth of revenue.

"Half of the total market is for ships that Bangladeshi shipbuilders are fully capable of producing," he said, urging local firms to aim for capturing at least one percent of the $200 billion global market. He thanked Marwan Shipping Ltd for keeping trust in the Bangladeshi workers' skills.

PHOTO: RAJIB RAIHAN

Western Marine Managing Director Captain Sohail Hasan said the two tugboats, which are high-power offshore support vessels, have been constructed in line with the highest classification standards.

Ghaya has been constructed under French classification society Bureau Veritas, while Khalid was constructed under the classification of American Bureau of Shipping, Sohail informed.

Humaid Mohammed Abdullah Darwish Al Tamimi, charge d'affaires of the UAE Embassy in Dhaka, and Marwan Shipping Ltd Managing Director Ahmed Almarzooqi also spoke at the ceremony.

The company signed a deal worth $7.3 million in 2023 with the UAE-based buyer, Marwan Shipping, for the construction of four landing craft vessels, two tugboats and two oil tankers.

In January, a 69-metre-long landing craft named 'Rayan' was successfully delivered. The remaining five vessels are scheduled to be handed over between 2025 and 2026.

Bangladesh, Vietnam to drive global cotton trade next decade: report

SOHEL PARVEZ

Bangladesh and Vietnam will drive global cotton trade over the next decade as mills increase their use of it in making yarn for export-oriented garments, said a recent global report.

World cotton trade is projected to expand steadily over the next decade by 1.6 percent annually and reach 12.3 million tonnes in 2034, said the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Food and Agriculture Organization (FAO).

"This growth is driven by the increasing demand for textiles in Asian countries, particularly Vietnam and Bangladesh, where mill use is expanding rapidly," said the OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034, released on July 15.

Bangladesh is projected to account for 18 percent of global raw cotton imports by 2034, registering a yearly 2.4 percent growth.

The country consumes over 1.7 million tonnes of cotton and imports more than three-fourths of its requirement.

The report said global use of raw cotton is projected to grow by 1.2 percent annually, driven by increasing demand for textiles in middle- and low-income countries.

"Asia will remain the primary hub for the processing of raw cotton, with expansion in Vietnam, Bangladesh, and India fuelled by competitive labour and production costs," it said.

Bangladesh and Pakistan are each projected to consume 8 percent of the world's total cotton.

China is expected to gradually lose its dominance in global cotton processing, but it will remain the world's largest cotton processor by 2034, followed by India.

China will consume 30 percent and India 22 percent by the end of the decade.

A rise in labour costs and stringent labour and environmental regulations has led to a gradual decrease in China's cotton mill consumption since 2010.

This decline was further exacerbated by the abolition of the support price system, a form of market intervention by the government, in 2014.

"This contributed to a move to other Asian countries, notably Vietnam and Bangladesh," said the report.

It said since the phase-out in 2005 of the Multifiber Arrangement, countries such as Bangladesh and Vietnam have experienced strong growth in their textile industries based on an abundant labour force, low production costs, and government support measures.

The Multifiber Arrangement was established in 1974 to impose quotas on the amount of clothing and textiles that developing countries could export to developed nations in Europe and the United States.

The European Union's duty-free access to least developed countries under the Generalized System of Preferences (GSP) boosted Bangladesh's textile industry, contributing to its emergence as a major global exporter of apparel, particularly knitted and woven garments, said the report.

The expansion of textile industries in Asian economies is expected to continue to boost mill consumption growth over the coming decade.

Vietnam will take the lead in annual growth of mill use at 2.7 percent per year, followed by Bangladesh at 2.1 percent per annum.

The OECD-FAO report said global cotton production is expected to grow by 1.3 percent annually, primarily driven by yield improvements, reaching 29.5 million tonnes by 2034.

"India is projected to surpass China as the world's largest cotton producer, as it is expected that India will considerably increase cotton yields from its current low levels. Brazil and the United States will follow at similar levels of production," it said.

"As major producers and exporters, Brazil and the United States are expected to meet the growing demand from Asian countries and will be the two largest exporters over the next decade," it added.

The Daily Star
18 JUL 2025